بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ নভেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ২০ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ প্রথমে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত অওফ বিন হারেস বিন রিফা' আনসারী (রা.)। কোন কোন বর্ণনায় তার নাম অওফ বিন হারেস এবং অওফ বিন আফরাও বর্ণিত হয়েছে। আফরা ছিল তার মায়ের নাম। তিনি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মু'আয (রা.) এবং হযরত মু'আওয়েয (রা.) ছিলেন হযরত অওফ (রা.)'র ভাই। হযরত অওফ (রা.) আনসারদের সেই ছয়জনের অন্যতম ছিলেন যারা সর্বপ্রথম মক্কায় এসে বয়আত করেন। তিনি (রা.) আকাবার বয়আতেও অংশ নিয়েছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.) এবং হযরত আম্মারাহ্ বিন হাযম (রা.)'র সাথে একত্রে বনু মালেক বিন নাজ্জার-এর প্রতিমা ভেঙেছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ চলাকালে হযরত অওফ বিন আফরা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার কোন্ কাজে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ম না থাকা সত্ত্বেও যদি নির্ভীকভাবে কেউ যুদ্ধ করতে থাকে– এমন কাজে (আল্লাহ্ আনন্দিত হন)। অর্থাৎ রণাঙ্গনে ভয়মুক্ত থাকা উচিত। একথা শুনে, হযরত অওফ বিন আফরা (রা.) নিজের বর্ম খুলে ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদত বরণ করেন। বদরের যুদ্ধে আবু জাহল অওফ বিন হারেস এবং তার সহোদর হযরত মু'আওয়েয (রা.)-কে শহীদ করেছিল। হাদীস এবং বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের ওপর আক্রমণকারী যেসব সাহাবীর নাম পাওয়া তাদের মধ্যে হযরত অওফ বিন আফরা (রা.)'র নামও রয়েছে, পূর্বেও একবার এর উল্লেখ করেছি। সুনান আবু দাঊদ এ বর্ণিত হয়েছে যে, তার নাম ছিল অওফ বিন হারেস।

(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০ এবং ৩৭৩-৩৭৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, ৬১৪-৬১৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২২৫-১২২৬, বৈরুতের দারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত), (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু ফাযলি মান শাহেদা বদরান, হাদীস নং: ৩৯৮৮), (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফরযিল খুমুস বাব মান লাম ইউখাম্মিস আল্ আসলাব, হাদীস নং: ৩১৪১), (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতলু আবী জাহল, হাদীস নং: ৩৯৬৩), (সুনান আবী দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফীল আসীরে ইউক্বু, হাদীস নং: ২৬৮০)

সচরাচর তার এই দু'টি নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহোক, তিনিও আবু জাহলের হন্তারকদের একজন ছিলেন আর তিনি বদরের (যুদ্ধে) শহীদ হন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র নাম হযরত খালেদ এবং তার পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন কুলায়েব। **(উসদুল গাবাহ্ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২২, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

তিনি (রা.) তার নাম ও ডাকনাম দু'টোতেই সুপরিচিত। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় সত্তরজন আনসারীর সাথে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ

করেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে সাঈদ, যদিও অপর ভাষ্যমতে তার নাম ছিল যাহরা বিনতে সা'দ। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র স্ত্রীর নাম ছিল হযরত উম্মে হাসান বিনতে যায়েদ। তার গর্ভে এক পুত্র আব্দুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এবং হযরত মুস'আব বিন উমায়ের (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। **(আল্ ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০, হযরত খালেদ বিন যায়েদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮-৩৬৯, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন মসজিদে নববী এবং তাঁর বাড়ি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি (সা.) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। **(উসদুল গাবাহ্ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩, হযরত আবু আইয়ূব, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.)-এর তার বাড়িতে অবস্থানের ঘটনাটিকে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "বনু নাজ্জার গোত্রের কাছে পৌঁছার পর এই প্রশ্ন ওঠে যে, তিনি (সা.) কার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন। গোত্রের প্রত্যেকেই এই গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিল, বরং অনেকে তো ভালোবাসার আতিশয্যে তাঁর উটের লাগামও হাতে নিয়ে নিচ্ছিলেন। এই অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) বলেন, আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, এটি এখন আদিষ্ট, (অর্থাৎ খোদা তা'লা যেখানে চাইবেন সেখানে এটি নিজেই বসে পড়বে, একথা বলে তিনিও সেটির লাগাম আলগা করে দেন।) উষ্ট্রী সম্মুখে অগ্রসর হয় আর ধীরে ধীরে কিছুদূর হেঁটে সেখানে গিয়ে বসে পড়ে যেখানে পরবর্তীতে মসজিদে নববী এবং মহানবী (সা.)-এর বাড়ি নির্মিত হয় এবং যা ছিল মদীনার দু'জন বালকের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ওঠে পড়ে এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকে। কয়েক পা এগিয়ে পুনরায় ফিরে আসে এবং যেখানে পূর্বে বসেছিল সেখানেই এসে বসে পড়ে। মহানবী (সা.) বলেন, هذا انشاء الله المنزل অর্থাৎ, মনে হয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটিই আমাদের অবস্থানস্থল। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে তিনি (সা.) উষ্ট্রী থেকে নেমে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করেন, মুসলমানদের মাঝে এই জায়গার নিকটবর্তী বাড়ি কার? আবু আইয়ূব (রা.) আনসারী দ্রুত সামনে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার বাড়ি সবচেয়ে কাছে আর এই হলো, আমার বাড়ির দরজা, আপনি আসুন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে যাও আর আমাদের থাকার জায়গা প্রস্তুত কর।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে নিজের ঘর গুছিয়ে ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.) তার সাথে বাড়ির ভেতরে যান। এই বাড়িটি ছিল দ্বিতল। আবু আইয়ূব (রা.)'র বাসনা ছিল মহানবী (সা.) ওপরের তলায় অবস্থান করুক, কিন্তু মহানবী (সা.) সাক্ষাৎ-প্রত্যাশীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নীচতলায় থাকা পছন্দ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। রাতের বেলা আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এবং তার স্ত্রী'র সারারাত এই চিন্তায় ঘুম আসেনি যে, মহানবী (সা.) আমাদের নীচে আর আমরা তাঁর ওপরে অবস্থান করছি। উপরন্তু ঘটনাক্রমে রাতের বেলা ওপর তলায় পানির একটি পাত্র ভেঙে যায় এবং পানির কোন ফোটা যেন নীচ তলায় না পড়ে সেজন্য আবু আইয়ূব (রা.) দ্রুত তার লেপ পানিতে ফেলে পানি শুষে নেন। প্রভাতে তারা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পরম অনুনয় বিনয়ের সাথে মহানবী (সা.)-কে ওপরের তলায় অবস্থানের আবেদন জানান। তিনি (সা.) প্রথমে কিছুটা সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে আবু আইয়ূব আনসারী

(রা.)'র পীড়াপীড়িতে তিনি (সা.) সম্মত হন। এই বাড়িতে তিনি (সা.) সাত মাস অথবা ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। বস্তুত মসজিদে নববী এবং তার পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলো তৈরী না হওয়া পর্যন্ত তিনি (সা.) এখানে (অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর বাড়িতেই) অবস্থান করেন। আবু আইয়ূব (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে খাবার পাঠাতেন আর বেঁচে যাওয়া খাবার তিনি নিজে আহার করতেন আর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণে সে স্থানেই নিজের আঙুল রাখতেন যেখান থেকে মহানবী (সা.) খেয়েছেন। সচরাচর অন্যান্য সাহাবীগণও মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রেরণ করতেন।" **(সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২৬৭-২৬৮)**

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও বর্ণনা করেছেন। কিছু বাক্য বা কিছু কথা নতুন, তাই আমি এটিও সম্পূর্ণ পড়ে দিচ্ছি। মোটের ওপর সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র বর্ণনার একটি নিজস্ব রীতি রয়েছে। তিনি (রা.) লিখেন,

"তিনি (সা.) যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেকেরই বাসনা ছিল তিনি (সা.) যেন তার বাড়িতে অবস্থান করেন। যে যে গলি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর উষ্ট্রী হেঁটে যেতো, সেই গলির বাসিন্দারা নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানাত এবং নিবেদন করত যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি, এই হচ্ছে আমাদের সম্পদ আর এই হচ্ছে আমাদের পরিবার-পরিজন, এসবই আপনার সেবায় নিবেদিত। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেয়ার যোগ্যতা রাখি, আপনি আমাদের বাড়িতেই অবস্থান করুন। কেউ কেউ আবেগের আতিশয্যে এগিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর উটের লাগাম ধরে ফেলত যেন মহানবী (সা.)-কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তিনি (সা.) প্রত্যেককে এই উত্তরই দিতেন যে, আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, আজ এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আদিষ্ট; খোদা তা'লা যেখানে চাইবেন এটি সেখানেই দাঁড়াবে। অবশেষে মদীনার এক প্রান্তে বনু নাজ্জার গোত্রের এতীমদের এক ভূখণ্ডের পাশে গিয়ে উষ্ট্রী দাঁড়িয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, মনে হয় খোদা তা'লার ইচ্ছা এটাই যে, আমরা যেন এখানে অবস্থান করি। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এই জমি কার? এই জমিটি কয়কজন এতীমের ছিল, তাদের অভিভাবক সামনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি অমুক অমুক এতীমের জমি এবং আপনার সেবায় নিবেদিত। তিনি (সা.) বলেন, আমরা কারো সম্পদ বিনামূল্যে নিতে পারি না। অবশেষে এ জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় আর তিনি (সা.) সেখানে মসজিদ ও নিজের বাড়ি-ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, (এখান থেকে) সবচেয়ে নিকটতম বাড়ি কার? হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার বাড়ি সবচেয়ে সন্নিকটে আর আপনার সেবায় হাজির। তিনি (সা.) বলেন, বাড়িতে গিয়ে আমাদের জন্য কোন একটি কক্ষ প্রস্তুত কর। হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র বাড়িটি ছিল দ্বিতল। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর থাকার জন্য ওপরতলা নির্ধারণ করেন, কিন্তু মহানবী (সা.) সাক্ষাৎকারীদের কষ্ট হবে ভেবে নীচতলা পছন্দ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনসারদের যে ঐকান্তিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ উক্ত ঘটনার সময়ও পরিলক্ষিত হয়। মহানবী (সা.)-এর জোর দেয়ায় হযরত আবু আইয়ূব (রা.) মেনে নেন যে, তিনি (সা.) নীচতলাতেই থাকবেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের নীচের তলায় শুয়ে আছেন আর তারা উপর তলায় শুবেন- এই

অশিষ্টাচার কীভাবে বৈধ হতে পারে, একথা ভেবে তারা স্বামী-স্ত্রী সারারাত জেগে থাকেন। এটি ছিল ভালোবাসার এক বহিঃপ্রকাশ। রাতে পানির একটি পাত্র পড়ে যায়, পানি ছাদ চুঁয়ে নীচে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় তিনি দৌড়ে গিয়ে নিজের কম্বল বা লেপ সেই পানির ওপরে ফেলে পানি শুকিয়ে নেন। সকালে তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরেন, এতে মহানবী (সা.) ওপর তলায় যেতে সম্মত হন। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) প্রতিদিন খাবার প্রস্তুত করে তাঁর (সা.) কাছে পাঠাতেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বেঁচে যাওয়া যে খাবার আসত, তা থেকে হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র পুরো পরিবার খেত। কিছুদিন পর অন্যান্য আনসাররাও আতিথেয়তায় অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। মহানবী (সা.)-এর নিজের বাড়ির কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পালাক্রমে মদীনার মুসলমানরা তার কাছে খাবার সরবরাহ করতে থাকেন। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২২৮-২২৯)**

এটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর 'দীবাচা'র বর্ণনা ছিল যা শেষ হয়েছে। এরপর এটি হাদীসের বিবরণ।

হযরত আবু আইয়ূব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি (সা.) নীচতলায় অবস্থান করেন। যাহোক, হযরত আবু আইয়ূব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। নবী (সা.) নীচতলায় অবস্থান করেন আর হযরত আবু আইয়ূব (রা.) উপর তলায় ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক রাতে হযরত আবু আইয়ূব (রা.) ঘুমে থেকে জেগে ওঠে বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর মাথার ওপর হাঁটাচলা করছি! একথা বলে তিনি একদিকে সরে যান আর এক কোনায় রাত কাটান। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করলে তিনি (সা.) বলেন, নীচের তলায় সুবিধা বেশি। তিনি (রা.) বলেন, আমি এমন ছাদে থাকতে পারব না যার নীচে আপনি রয়েছেন। অতঃপর তিনি (সা.) উপর তলায় স্থানান্তরিত হয়ে যান আর আবু আইয়ূব (রা.) নীচে চলে আসেন। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে যখন সেই খাবারের কিছু অংশ ফেরত নিয়ে আসা হতো তখন যে ব্যক্তি খাবার নিয়ে আসত তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কোন কোন স্থানে তাঁর (সা.) আঙুল লেগেছিল? অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-এর আঙুলের স্পর্শ লেগেছে এমন স্থানগুলো খুঁজতেন, অর্থাৎ সেসব স্থান থেকে আহার করতেন যে স্থানগুলো থেকে মহানবী (সা.) আহার করেছিলেন। তিনি একবার মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করেন যাতে রসুন ছিল। সেই খাবার যখন তার কাছে ফিরিয়ে আনা হয় তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর আঙুলের স্পর্শ কোন্ কোন্ স্থানে লেগেছে– সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাকে যখন বলা হয় যে, মহানবী (সা.) আজ খাবার খান নি তখন তিনি শঙ্কিত হন এবং উপরের তলায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে গিয়ে নিবেদন করেন, রসুন কি হারাম? মহানবী (সা.) বলেন, না; কিন্তু আমি এটি (খাওয়া) পছন্দ করি না। একথা শুনে আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি, অথবা তিনি বলেন, আপনি যা অপছন্দ করেছেন আমিও তা অপছন্দ করছি। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরিশ্তা আসত। এটি মুসলিমের হাদীস, (তাতেও) এভাবেই লেখা আছে অর্থাৎ (তাঁর প্রতি) ওহী হতো এবং ফিরিশ্তা আসত, তাই মহানবী (সা.) **দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস পছন্দ করতেন না; কিন্তু এটি হারাম নয়।**

এই হাদীসটি মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি সেখান থেকে আহার করতেন এবং তাঁর উদ্বৃত্ত খাবার আমার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি (সা.) উদ্বৃত্ত খাবার পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেখান থেকে তিনি খাবার খান নি; কেননা তাতে রসুন ছিল। আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি, এটি কি হারাম? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, না; কিন্তু আমি এর গন্ধের জন্য এটি অপছন্দ করি। একথা শুনে তিনি অর্থাৎ আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) নিবেদন করেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আশরাবাহ্, বাবু ইবাহাতু আকলিস্ সূম, হাদীস নং: ৫৩৫৬-৫৩৫৮)**

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল-এর আরেকটি বর্ণনায় এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদের বাড়ির নীচতলায় থাকতে আরম্ভ করেন আর আমি ছিলাম উপরের তলায়। একবার উপর তলায় পানি পড়ে গেলে আমি এবং উম্মে আইয়ূব একটি চাদর দিয়ে এই ভয়ে পানি শুকাতে আরম্ভ করি যে, কোথাও আবার সেই পানি চুঁয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর না পড়ে। এরপর আমি ভয়ে ভয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের জন্য সঙ্গত নয় যে, আমরা আপনার উপরে থাকব। তাই আপনি উপরের তলায় অবস্থান করুন। এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর জিনিসপত্র উপরের তলায় স্থানান্তরিত করা হয়। মহানবী (সা.)-এর জিনিসপত্র খুবই সামান্য ছিল। এরপর আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যখন আমাকে খাবার পাঠান তখন আমি তা পরখ করি আর যেখানে আপনার আঙুলের চিহ্ন দেখি সেখানেই আমি আমার হাত রাখি, কিন্তু আজ আপনি আমাকে যে খাবার পাঠিয়েছেন, আমি তাতে আপনার আঙুলের ছাপ দেখতে পাই নি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, একথা ঠিক, আসলে এতে পেঁয়াজ ছিল। এখানে রসুনের পরিবর্তে পেঁয়াজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। **'আমার কাছে ফিরিশ্‌তা আসে– তাই আমি এটি খেতে অপছন্দ করি; কিন্তু তোমরা তা খাও'**। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৮১, হাদীস নং: ২৩৯৬৬, মুসনাদ আবু আউয়ূব আনসারী, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমরা সারিবদ্ধ হলে আমাদের কিছু লোক (সারি ভেঙ্গে) সামনে এগিয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, **'আমার সাথে'**, **'আমার সাথে'**। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৮০, মুসনাদ আবু আউয়ূব আনসারী, হাদীস নং: ২৩৯৬৩, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)** অর্থাৎ আমার পিছনে থাক এবং আমার সামনে যেও না।

হযরত সাফিয়া (রা.)'র বাসর রাতের উল্লেখ রয়েছে। যদিও আমি ইতিপূর্বেই কারো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটি উল্লেখ করেছিলাম, তথাপি পুনরায় বর্ণনা করছি। হযরত সাফিয়া (রা.) যে রাতে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে আসেন সেই রাতে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী মহানবী (সা.)-এর তাঁবুর বাইরে নগ্ন তরবারি হাতে সারারাত প্রহরা দিতে থাকেন এবং তাঁবুর চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। সকালে তাঁবুর বাইরে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-কে দেখেতে পেয়ে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে আবু আইয়ূব! কী ব্যাপার? তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ মহিলার

প্রেক্ষাপটে আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে আমি শঙ্কিত ছিলাম, কেননা তার পিতা, স্বামী এবং তার জাতির লোকেরা নিহত হয়েছে আর তিনি কুফরি থেকে সবেমাত্র মুসলমান হয়েছে। তাই আপনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমি সারারাত প্রহরা দিচ্ছিলাম। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র জন্য দোয়া করেন, اللهم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظنى (আল্লাহুম্মাহ্ফায আবা আইয়্যুবা কামা বাতা ইয়াহ্ফাযুনী)। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আবু আইয়ূবের ঠিক সেভাবেই নিরাপত্তা বিধান করো যেভাবে সে আমার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। ইমাম সুহায়লী বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া অনুসারে হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র নিরাপত্তা বিধান করেন। এমনকি রোমানরাও তার কবরের সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিল এবং তারা যখন তার নামের দোহাই দিয়ে বৃষ্টি যাচনা করত তখন তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো। **(আস্সীরাতুল্ হালবিয়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫, গযওয়াহ্ খায়বর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

হযরত মাহমুদ বলেন, আমি হযরত ইতবান বিন মালেক আনসারী (রা.)'র নিকট শুনেছি, আর তিনি তাদের একজন ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি বলতেন, আমি আমার জাতি বনু সালেম-এর নামাযের ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের পাড়ার মাঝে একটি নর্দমা ছিল। বৃষ্টি হলে পানি পেরিয়ে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। এজন্য আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। আমার বাড়ি ও আমার গোত্রের লোকদের বসতিস্থলের মাঝে যে নর্দমা রয়েছে বৃষ্টি হলে তা উপচে পড়ে আর আমার জন্য এটি পার করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই আমার বাসনা হল, আপনি আমার বাড়িতে আসুন আর এমন জায়গায় নামায পড়ুন যেটিকে আমি নামাযের জায়গা বানাবো। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আসব। এরপর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) মধ্যাহ্নে আমার বাড়িতে আসেন আর তিনি (সা.) ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি প্রদান করি। তিনি (সা.) আসন গ্রহণের পূর্বেই বলেন, তুমি তোমার ঘরের কোন্ স্থানটি আমার নামায পড়ার জন্য পছন্দ কর? অর্থাৎ মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আমাকে নামায পড়ার জন্য আসতে বলেছিলে, কোন্ জায়গায় নামায পড়ব? আমি ইঙ্গিতে মহানবী (সা.)-কে সেই স্থানটি দেখাই যেখানে আমি চাচ্ছিলাম যেন তিনি নামায পড়েন। মহানবী (সা.) দাঁড়ান এবং তকবীর দেন আর আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। তিনি (সা.) দু'রাকাত নামায পড়ার পর সালাম ফেরান আর তিনি সালাম ফেরালে আমরাও সালাম ফেরাই। তখন আমি তাকে **'খাযীরাহ্'** অর্থাৎ মাংস ও আটা দিয়ে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের খাবার খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাই যা তাঁর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ইতোমধ্যে পাড়াবাসী জেনে যায়, মহানবী (সা.) আমার বাড়িতে অবস্থান করছেন। তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ছুটে আসে, যার ফলে বাড়িতে ব্যাপক জনসমাগম হয়। তাদের মাঝ থেকে একজন বলে, মালিক কোথায়! আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না? তখন কেউ বলে উঠে, সে মুনাফিক। অর্থাৎ অন্য আরেক সাহাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, সে কোথায়? তাকে বলা হয়, সে তো মুনাফিক। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি তার ভালোবাসা নেই, তাই সে আসে নি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি বলো না। তোমরা কি জান না, সে لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)'র স্বীকারোক্তি দিয়েছে আর সে এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি চায়! সে বলে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) সবচেয়ে ভালো জানেন, কিন্তু খোদার কসম! আমরা তো তার বন্ধুত্ব এবং তার উঠাবসা

মুনাফিকদের সাথেই দেখি। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)'র স্বীকারোক্তি দিয়েছে। হযরত মাহমুদ বিন রবী বলতেন, এ কথাটি আমি আরো কয়েকজন লোকের কাছে বর্ণনা করি যাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)ও ছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে ছিলেন যে যুদ্ধে তিনি রোমানদের এলাকায় মৃত্যু বরণ করেন আর তার নেতা ছিল মুআবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) আমার কথা অস্বীকার করেন এবং বলেন, খোদার কসম! আমি মনে করি না মহানবী (সা.) কখনো এমন বলে থাকবেন যা তুমি বলছ; অর্থাৎ যে শুধু لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলবে তার জন্য আগুন হারাম। যাহোক তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। আমি এটি নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম। কাজেই আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই মানত করি যে, যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ভালো রাখেন এবং এ যুদ্ধ শেষে ফিরে যেতে পারি তাহলে আমি এ কথাটি হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)-কে জীবিত পেলে অবশ্যই তার জাতির মসজিদে তাকে জিজ্ঞেস করব। অতএব আমি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসি এবং হজ্জ বা উমরা'র জন্য ইহরাম বাঁধি। এরপর যাত্রা করে আমি মদীনায় আসি এবং বনু সালেমের পাড়ায় গিয়ে আমি দেখতে পাই, হযরত ইতবান (রা.) বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি অপস্রিয়মাণ আর তিনি তার জাতির লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দেই। এরপর আমি তাকে সেই বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি এটিকে সেভাবেই বর্ণনা করেন, যেভাবে প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতবাতুল তাহাজ্জুদ, বাবু সালাতিন্ নওয়াফিলি জামায়াতু, হাদীস নং: ১১৮৬), (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮০)**

অর্থাৎ একথা সঠিক যে, আমি স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পড়েছে তার জন্য আগুন হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু হযরত আবু আইয়ূব (রা.) এটি মানতেন না। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ বিষয়ে নিজের অভিব্যক্তি লিখেছেন যে, "হাদীসে এটিই বর্ণিত হয়েছে, من قال لا اله الا الله يبتغى بذالك وجه الله (মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াবতাগী বিযালিকা ওয়াজহাল্লাহি)। প্রথমে এ হাদীসের অনুবাদ পড়ে দিচ্ছি, এতে করে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ হযরত মাহমুদ বিন রবী' (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র কাছে শুনেছি, মহানবী (সা.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের অগ্নি হারাম করে দিয়েছেন যে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)'র স্বীকারোক্তি প্রদান করে। কিন্তু আমি যখন এমন একটি বৈঠকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করি যেখানে সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি (রা.) এই রেওয়ায়েতটি অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো ভাবতেই পারি না যে, মহানবী (সা.) এমনটি বলে থাকবেন। এরপর মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এই হাদীসে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এমন একটি হাদীসকে যা হাদীস বর্ণনার রীতি অনুসারে সঠিক ছিল (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার যে রীতি রয়েছে সে অনুসারে এটি সহীহ্ ছিল), কিন্তু হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে, অর্থাৎ তিনি স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যা সঠিক মনে করতেন সেটির ওপর ভিত্তি করে, তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, যদিও হতে পারে, হযরত আবু

আইয়ূব আনসারী (রা.)'র যুক্তিপ্রমাণ সঠিক নয়, কিন্তু সর্বোপরি এ হাদীসটি এটি প্রমাণ করে, অর্থাৎ মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এখানে এটি প্রমাণ করতে চাইছেন যে, সাহাবীরা (রা.) বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই কোন হাদীস মেনে নিতেন না বরং তাঁরা (সেগুলোতে) প্রণিধান করতেন এবং ভালোভাবে গবেষণা করতেন। তিনি (রা.) লিখেন, এ হাদীসটি একথা প্রমাণ করে যে, সাহাবীরা (রা.) অন্ধের ন্যায় সব রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন না বরং রেওয়ায়েত ও দেরায়েত উভয় নীতির অধীনে পূর্ণ বিশ্লেষণ করার পর তা গ্রহণ করতেন। **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ১৬}**

বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রহ.) লিখেছেন, হযরত মাহমুদ বিন রবী' (রা.)'র কাছ থেকে যখন তিনি অর্থাৎ আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এই রেওয়ায়েত শোনেন তখন তিনি (তা) অস্বীকার করেন। কারো কারো মতে তার অস্বীকারের কারণ ছিল, কেবল لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)-র অঙ্গীকার আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে সৎকর্ম থাকবে। এটি প্রমাণিত ইসলামী বিষয়, একান্ত সঠিক এবং এরূপই হয়ে থাকে। এরপর শাহ্ সাহেব লিখেন, কিন্তু يبتغى بذالك وجه الله (ইয়াবতাগী বিযালিকা ওয়াজহাল্লাহ্) বাক্যটি এ কথা স্পষ্ট করছে যে, তওহীদের এই স্বীকারোক্তি কোন্ ধরনের। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কলেমা পাঠ করে বা لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলে, তার জন্য আগুন হারাম। অতঃপর শাহ্ সাহেব লিখেন, হযরত মাহমুদ এই ধারণায় দ্বিতীয়বার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য যান যে, তিনি হয়ত কিছু শব্দ মনে রাখতে পারেন নি। আর এরপর তিনি যখন দ্বিতীয়বার তদন্ত করেন তখন পুনরায় এটিই প্রমাণিত হয় যে, রেওয়ায়েতের শব্দাবলী সঠিক ছিল। এরপর তিনি লিখেন, কারো ঈমান বা কপটতা সম্পর্কে জনসম্মুখে মত প্রকাশ করা অশোভনীয়। অর্থাৎ এমনিতেই কাউকে বলে দেয়া যে, সে মুনাফিক বা তার ঈমান দুর্বল– এটি ভ্রান্ত রীতি। কেননা মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে 'ইবনে দুখশন' এর সমালোচনা পছন্দ করেন নি। অর্থাৎ জনসম্মুখে এভাবে কথা বলাকে (তিনি অপছন্দ করেছেন)। এরূপ ছিদ্রান্বেষণ সংশোধনের পরিবর্তে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে থাকে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, বাব সালাতুন নওয়াফেলি জামায়াতান, হাদীস নংঃ ১১৮৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৫, নাযারাতে এশায়াত রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)**

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) এবং হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ (রা.) 'আবওয়া' নামক স্থানে গোসলের মসলা-মসায়েল সম্পর্কে মতভেদ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, মুহরাম (অর্থাৎ ইহরাম বেঁধেছে এমন) ব্যক্তি নিজের মাথা ধৌত করতে পারে আর হযরত মিসওয়ার (রা.) বলেন, মুহরাম ব্যক্তি নিজের মাথা ধৌত করতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) আমাকে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র কাছে প্রেরণ করেন। আমি তাকে দু'টি কাষ্টখণ্ডে ঘেরা জায়গায় গোসল করতে দেখি। কাপড় দ্বারা তার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি তাকে আস্সালামু আলাইকুম বললে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি বললাম, (অধম) আব্দুল্লাহ্ বিন হুনায়েন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন এটি জিজ্ঞেস করার জন্য যে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মহানবী (সা.) নিজের মাথা কীভাবে ধৌত করতেন, কেননা বলা হয়, ইহরাম বাঁধলে মাথা ধৌত করা উচিত নয়। তখন হযরত আবু আইয়ূব (রা.) নিজের হাত কাপড়ের ওপর রাখেন, সেটিকে (কিছুটা) নীচে নামান, যার ফলে আমি তার মাথা দেখতে পাই। অর্থাৎ যে পর্দা টানিয়েছিলেন,

সেটিকে (কিছুটা) নীচে নামিয়ে তিনি তার মাথা আমাকে দেখান। এরপর যে ব্যক্তি তার ওপর পানি ঢালছিল তাকে তিনি পানি ঢালতে বলেন। তখন সেই ব্যক্তি তার মাথায় পানি ঢালে। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত নিজের মাথায় বুলান, হাতদ্বয় সামনে আনেন এরপর পিছনে নিয়ে যান এবং বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এমনটি করতে দেখেছি। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব জাযাউস সাঈদ বাবুল ইগতিসালি লিলমুহরিমি, হাদীস নং: ১৮৪০)**

অর্থাৎ মাথা ধৌত করতে গিয়ে (হাত) একবার সামনে এরপর পিছনে নিয়ে যান।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবু আইয়ূব আনসারী মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শ্মশ্রুতে কোন জিনিস অর্থাৎ খড়কুটা জাতীয় বস্তু দেখলে তিনি সেখান থেকে তা সরিয়ে দেন এবং মহানবী (সা.)-কে দেখান। এতে মহানবী (সা.) বলেন, **'আবু আইয়ূব-এর জীবন থেকে আল্লাহ্ তা'লা সেই জিনিস দূর করে দিন যা তিনি অপছন্দ করেন'**। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, **'হে আবু আইয়ূব! তোমার যেন কোন কষ্ট না হয়'**। **{কনসুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ৬১৪, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.), হাদীস নং: ৩৭৫৬৮, ৩৭৫৬৯, মু'সিসাতুর রিসালাহ্ প্রেস থেকে ১৯৮৫ সালে মুদ্রিত}**

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) উষ্ট্রীর যুদ্ধ, সিফ্ফিনের যুদ্ধ এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র সেনাবাহিনীর সম্মুখ সারিতে ছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২২, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র প্রতি হযরত আলী (রা.)'র কীরূপ বিশ্বাস ছিল তা এই বিষয়টি থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত আলী (রা.) যখন কূফা-কে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন এবং সেখানে স্থানান্তরিত হন, তখন হযরত আবু আইয়ব আনসারী (রা.)-কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন আর তিনি চল্লিশ হিজরী সন পর্যন্ত মদীনার গভর্নর ছিলেন। অবশেষে বুসর বিন আবু আরতাহ্'র নেতৃত্বে আমীর মুআবিয়া'র সিরিয়ান বাহিনী মদীনায় আক্রমণ করলে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) মদীনা ত্যাগ করে হযরত আলী (রা.)'র কাছে কূফায় গমন করেন। মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু আনহুম খিলাফতের দরবার থেকে মাসিক ভাতা পেতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র ভাতা প্রথমে চার হাজার ছিল। হযরত আলী (রা.) নিজ খিলাফতকালে (তা বাড়িয়ে) বিশ হাজার করে দেন। পূর্বে তার জমি চাষাবাদের জন্য আটজন ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল, হযরত আলী (রা.) (সেখানে) চল্লিশজন ক্রীতদাস নিযুক্ত করেন। **(তারীখুত্ তাবরী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩, সুম্মা দাখালাত সানাতু আরবাঈন..., বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত), (সীরুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১২, করাচীর দারুল্ এশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

হযরত হাবীব বিন আবু সাবেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু আইয়ূব (রা.) আমীর মুআবিয়া (রা.)'র কাছে আসেন এবং তার কাছে নিজের ঋণ সম্পর্কে অভিযোগ করেন, তখন তিনি তা দেখেন নি যা তিনি পছন্দ করতেন বরং তা দেখেছেন যা তিনি অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র পছন্দনীয় বিষয় তিনি দেখেন নি, বরং তিনি তার অপছন্দনীয় বিষয় দেখেছেন। তখন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তুমি পরবর্তীতে অবশ্যই বিভিন্ন (অপছন্দনীয় বিষয়ের) প্রাধান্য দেখতে পাবে। অর্থাৎ, তোমাদের (পছন্দ-অপছন্দের) বিষয়টি পাল্টে যাবে। আমীর মুআবিয়া বলেন, তিনি (সা.) তোমাদেরকে তখন কী (করতে) বলেছিলেন? অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন এ কথা বলেন, তখন তাঁর দিক-নির্দেশনা কী ছিল? হযরত আবু আইয়ূব (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, (তখন) তোমরা ধৈর্য ধারণ কোরো। অর্থাৎ

যখন অগ্রাধিকার পাল্টে যাবে, যেখানে তোমাদের কথা গ্রহণ করা হবে না আর পছন্দনীয় কথা শোনা না হলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কোরো। তখন আমীর মুআবিয়া বলেন, তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যেহেতু ধৈর্য ধারণের কথা বলেছেন তাই ধৈর্য ধারণ কর। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার কাছে কখনো কোন কিছু চাইব না। এরপর হযরত আবু আইয়ূব (রা.) বসরায় চলে যান আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র বাড়িতে উঠেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার জন্য নিজের ঘর খালি করে দেন এবং বলেন, আমি আপনার সাথে অবশ্যই তেমন ব্যবহার করব যেমনটি আপনি মহানবী (সা.)-এর সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ আপনি মহানবী (সা.)-এর যেরূপ আতিথ্য করেছিলেন আমিও আপনার ঠিক তদ্রুপই আতিথেয়তা করব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার পরিবারবর্গকে আদেশ দিলে তারা বাহিরে চলে যায় আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঘরে যা কিছু আছে সবই আপনার। এছাড়া তিনি হযরত আবু আইয়ূব (রা.)-কে চল্লিশ হাজার দিরহাম ও বিশজন ক্রীতদাস প্রদান করেন। অর্থাৎ নিজের জন্য তিনি ভিন্ন কোন ব্যবস্থা করে নেন আর তাকে কেবল বাড়িই ছেড়ে দেন নি, বরং চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং বিশজন ক্রীতদাসও প্রদান করেন। **{কনযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ৬১৪-৬১৫, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.), হাদীস নং: ৩৭৫৭০, মু'সিসাতুর রিসালাহ্ প্রেস থেকে ১৯৮৫ সালে মুদ্রিত}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ **(সূরা আল্ বাকারা: ১৯৬)** আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, এই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানুষের অনেক ভুল হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার পথে কোথাও তাদের কোন কষ্ট হলে তারা তৎক্ষণাৎ বলে বসতো, এটি তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার মতো বিষয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ অর্থাৎ স্বয়ং নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না, (তাই) আমরা এতে কীভাবে অংশ নিতে পারি। অথচ এর অর্থ কখনোই এটি নয় যে, যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে সেখান থেকে মুসলমানদের পলায়ন করা উচিত এবং তাদের কাপুরুষতা প্রদর্শন করা উচিত, বরং এর অর্থ হল, যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ হয় তখন নিজেদের ধনসম্পদ অধিক হারে খরচ কর। যদি তোমরা নিজেদের ধনসম্পদ খরচে কার্পণ্য কর তাহলে নিজ হাতে নিজের মৃত্যুর উপকরণ সৃষ্টি করবে। যেমন হাদীসে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন কস্তুনতুনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, এই আয়াত আমাদের আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর তিনি বলেন, পূর্বে আমরা খোদা তা'লার পথে নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করতাম, কিন্তু খোদা তা'লা যখন তাঁর ধর্মকে শক্তি ও সম্মান দান করেন এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করে, তখন قلنا ہل نقیم فی اموالنا و نصلحها (কুলনা হাল নুকীমু ফী আমওয়ালিনা ওয়া নুসলিহুহা) আমরা বললাম, এখন যদি আমরা নিজেদের সম্পদ সুরক্ষিত রাখি এবং তা পুঞ্জিভূত করতে থাকি তাহলে তা উত্তম হবে। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে দ্বিধা করো না, কেননা তোমরা যদি এরূপ কর তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা নিজেদের প্রাণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাও। অতএব, নিজেদের ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করো না, বরং তা আল্লাহ্ তা'লার পথে মুক্তহস্তে ব্যয় কর, নতুবা তোমাদের প্রাণ বিনষ্ট হবে। শত্রুরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে এবং এর ফলে তোমরা ধ্বংস হবে। **(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯)**

হযরত আলী (রা.)'র পর আমীর মুআবিয়া (রা.)'র শাসনকালে উক্ববা বিন আমের জুহানী (রা.) তার পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নর ছিলেন। হযরত উক্ববা (রা.)'র এমারতকালে হযরত আবু আইয়ূব (রা.) দু'বার মিশর সফরে যান। প্রথম সফর ছিল হাদীস অন্বেষণের জন্য। তিনি জানতে পেরেছিলেন, হযরত উক্ববা (রা.) কোন বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেন। শুধুমাত্র একটি হাদীসের জন্য হযরত আবু আইয়ূব (রা.) বৃদ্ধ বয়সে সফরের কষ্ট সহ্য করেন। দ্বিতীয়বার রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি মিশর গমন করেন। **(সীরুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩, করাচীর দারুল্ এশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

মারওয়ান যখন মদীনার গভর্নর ছিলেন তখন তিনি একদিন এসে দেখেন যে, এক ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল মহানবী (সা.)-এর সমাধির সাথে লাগিয়ে রেখেছে। মারওয়ান বলেন, তুমি কী করছ তা কি তুমি জান? ঝুঁকে সিজদা করছ– এটিতো শির্ক। এরপর মারওয়ান ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)। তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসেছি, এই পাথরগুলোর কাছে আসি নি। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৫, মুসনাদ আবু আইয়ূব আনসারী, হাদীস নংঃ ২৩৯৮৩, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত), (সীরুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬, করাচীর দারুল্ এশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

এখানে এ কথার অর্থ ছিল, আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসায় বিভোর হয়ে ঝুঁকে আছি, পাথরকে সিজদা করছি না এবং আমি কোন শির্কও করছি না, বরং এটি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আর এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদই আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন শির্ক নয়।

আবু আব্দুর রহমান হুবলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা সমুদ্র (যাত্রায়) ছিলাম এবং আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস ফাযারী আমাদের আমীর ছিলেন। আমাদের সাথে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)ও ছিলেন। তিনি গণিমতের মাল বণ্টনকারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি বন্দিদের তত্ত্বাবধান করছিলেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) একজন মহিলাকে কাঁদছেত দেখে জিজ্ঞেস করেন, এই মহিলার কী হয়েছে? লোকেরা বলে, এই নারীর কাছ থেকে তার ছেলেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি সেই শিশুর হাত ধরেন এবং তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দেন। এরপর গণিমতের মাল বণ্টনকারী আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েসের কাছে যান এবং তাকে সব খুলে বলেন। তখন তিনি হযরত আবু আইয়ূব (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি এরূপ কেন করেছেন? তখন তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবেন। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬৪, মুসনাদ আবু আইয়ূব আনসারী, হাদীস নংঃ ২৩৮৯৫, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

অতএব (আজকাল যেভাবে) কতিপয় লোক মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয় তাদের জন্যও এতে উপদেশ রয়েছে। এছাড়া ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের দেখা উচিত যে, তারা নিজেরা কী করে। ইসলাম তো এতদূর পর্যন্ত খেয়াল রাখে! সম্প্রতি আমেরিকা থেকেই একটি সংবাদ এসেছে, সেখানে যে অভিবাসীরা এসেছিল, সেই শরণার্থীদেরকে তারা আলাদা আলাদা (জায়গায়) রেখেছে, মায়েদেরকে সন্তানদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমনকি কিছুকাল পর সন্তানরা মাকে চিনতেও সক্ষম হয়নি। যাহোক, ইসলাম কত সংবেদনশীলতার সাথে নির্দেশ দেয় যে, মায়েদেরকে তাদের সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করো না এবং এ কারণে তাদেরকে কষ্ট দিও না।

হযরত মারসাদ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে আসেন তখন হযরত উক্ববা বিন আমের (রা.) মিশরের শাসক ছিলেন। তিনি মাগরিবের নামায আদায়ে কিছুটা বিলম্ব করেন। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) তার কাছে যান এবং বলেন, হে উক্ববা! তুমি অসময়ে কিসের নামায পড়ছ? হযরত উক্ববা (রা.) উত্তরে বলেন, আমরা (কাজে) ব্যস্ত ছিলাম। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাকে আমার এ কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, লোকেরা যেন এটি মনে না করে যে, তুমি মহানবী (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছ। তুমি কি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শোন নি যে, আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে অথবা বলেন ফিতরতের ওপর (তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায়) প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে না, এমনকি আকাশে তারা উদিত হবে। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৩, মুসনাদ আবু আইয়ূব আনসারী, হাদীস নংঃ ২৩৯৩১, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

অর্থাৎ প্রথম প্রহরে মাগরিবের নামায পড়া উচিত।

আবু ওয়াসেল কর্তৃক বর্ণিত, আমি আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সাথে করমর্দন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, আমার হাতের নখ অনেক বড় হয়ে গেছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে কেউ কেউ ঊর্ধ্বলোকের খবরাখবর জানতে চায়, অথচ সে তার নখ পাখির নখের ন্যায় লম্বা রাখে, (আর) এর ভেতর সহবাসের অশুচি এবং ময়লা-আবর্জনা জমা হয়। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৫, মুসনাদ আবু আইয়ূব আনসারী, হাদীস নংঃ ২৩৯৩৮, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

অর্থাৎ অনেক উচ্চাঙ্গের কথা জিজ্ঞেস কর ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা বল কিন্তু তোমাদের ব্যক্তিগত অবস্থা হল, তোমাদের নখ লম্বা এবং সেগুলোর মাঝে ময়লা জমা হয়, তাই নখ ছোট রাখবে। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব এতটাই স্বীকৃত ছিল যে, স্বয়ং সাহাবীরা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে উমর (রা.), বারা বিন আযেব (রা.), আনাস বিন মালেক (রা.), আবু উমামাহ্ (রা.), যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রা.), মিক্বদাম বিন মা'দী কারেব (রা.), জাবের বিন সামুরাহ্ (রা.), আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ খাতমী (রা.) প্রমুখ, যারা স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে তরবীয়ত পেয়েছিলেন, তারাও হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র কাছ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তাবেঈনদের মাঝে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের, সালেম বিন আব্দুল্লাহ্, আতা বিন ইয়াসার, আতা বিন ইয়াযীদ লাইসী, আবু সালামা, আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখতেন। **(সীরুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ১১৫, করাচীর দারুল্ এশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি মুআবিয়া (রা.)'র শাসনামলে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি (রা.) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং রোগ প্রকট আকার ধারণ করে। তাই নিজ সাথীদের তিনি বলেন, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে, এরপর যখন তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হবে তখন আমাকে নিজেদের পায়ের কাছে সমাহিত করবে। আমি তোমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শোনা একটি হাদীস বলছি। আমার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী না হলে আমি তা

তোমাদেরকে শোনাতাম না। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এমন একটি কথা লুকিয়েছি যেটি আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, **'যদি তোমরা পাপ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমন জাতি সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা নিজের দয়া ও ক্ষমার বৈশিষ্ট্যকে এতটাই প্রিয় জ্ঞান করেন।

বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের কোন যুদ্ধে পিছিয়ে থাকেন নি, তবে হ্যাঁ, যদি অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ একই সময়ে যদি দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হতো সেক্ষেত্রে তিনি কোন না কোন যুদ্ধে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতেন। তিনি কেবল এক বছর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি কেননা সেনাপতির দায়িত্ব একজন স্বল্প বয়স্ক যুবকের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছিল তাই তিনি সে বছর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। সেই বছরের পর তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, আমার ওপর কাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হল– এর সাথে আমার কীসের সম্পর্ক? আমার ওপর কাকে মনিব নিযুক্ত করা হল– তাতে আমার কী যায় আসে, আমার ওপর কাকে শাসক নিযুক্ত করা হল- তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথার কী আছে? এ কথা তিনি তিনবার বলেন। বলা হয়ে থাকে, যে যুবকের নেতৃত্বের কথা এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে তিনি হলেন, আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান। বর্ণনাকারী করেন, এরপর হযরত আবু আইয়ূব (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেনাদলের আমীর ছিল মুআবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ, সে তাঁকে দেখতে আসে আর জিজ্ঞেস করে আপনার কোন অন্তিম ইচ্ছা থাকলে বলুন। তিনি (রা.) বলেন, আমার অন্তিম ইচ্ছা হল, যখন আমি মারা যাই, আমাকে বাহনে করে যথাসম্ভব শত্রুদের দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেখানেই সমাহিত করে ফেরত চলে আসবে। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) মৃত্যুবরণ করলে সে তাকে বাহনে তোলে আর যতদূর সম্ভব ছিল শত্রুর দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যায় আর তাকে সমাহিত করে ফিরে আসে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا (সূরা আত্ তওবা: ৪১) অর্থাৎ হালকা ও ভারী– উভয় অবস্থায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হও। انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا আর আমি নিজেকে হালকাও অনুভব করি এবং ভারীও। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, মক্কাবাসীদের কেউ বর্ণনা করেছে যে, ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া যখন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র কাছে আসে তখন তিনি তাকে বলেন, মানুষের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে। তারা যেন আমাকে নিয়ে যাত্রা করে আর যতদূর আমাকে নিয়ে যেতে পারে যেন নিয়ে যায়। তখন ইয়াযীদ লোকদেরকে সেসব কথা বলে যা হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) তাকে বলেছিলেন। লোকেরা তার কথা মান্য করে আর তার মরদেহ যতদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নিয়ে যায়।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কস্তুনতুনিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইস্তাম্বুলে মৃত্যু বরণের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। একটি বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, ৫২ হিজরী সনে ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া তার পিতা আমীর মুআবিয়ার খিলাফতকালে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ করে। একই বছর হযরত আবু আইয়ূব আনসারী

(রা)'র মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া তাঁর (রা.) জানাযার নামায পড়ায় এবং রোমের কনস্টান্টিনোপল দুর্গের পাশেই তার সমাধি অবস্থিত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানতে পারি, রোমানরা তাঁর সমাধির সংরক্ষণ ও সংস্কার করে আর দুর্ভিক্ষের সময় তারা তাঁর (রা.) দোহাই দিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, ২০১, হযরত খালেদ বিন যায়েদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত), (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬৮, মুসনাদ আবু আইয়ূব আনসারী, হাদীস নংঃ ২৩৯১২, বৈরুতের আলেমুল্ কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

এক বর্ণনানুযায়ী, আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে ইয়াযীদ এর নেতৃত্বে রোমান শাসকের বিরুদ্ধে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পঞ্চাশ বা একান্ন হিজরী সনে কনস্টান্টিনোপল নগরীর পাশে মৃত্যু বরণ করেন আর সেখানেই সমাধিস্থ হন। আরেকটি বর্ণনামতে, ইয়াযীদ অশ্বারোহীদের নির্দেশ দিলে তারা হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র কবরের ওপর দিয়ে অগ্রে পশ্চাতে অশ্বচালনা করে; যে কারণে তাঁর কবরের চিহ্ন মুছে যায়। এক বর্ণনায় এটিও উল্লেখ আছে, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-কে যে রাতে সমাহিত করা হয় পরদিন সকালে রোমানরা মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করে, রাতের বেলা তোমরা কী করছিলে? উত্তরে মুসলমানরা বলে, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) আমাদের মহানবী (সা.)-এর একজন জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন আর ইসলাম গ্রহণ করার দিক থেকে তিনি (রা.) সবচেয়ে প্রবীণ ছিলেন, আমরা তাকে সমাহিত করেছি যেমনটি তোমরা দেখেছ। আর আল্লাহ্‌র কসম! যদি (সেই) কবর খনন করা হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আরবের মাটিতে তোমাদের এই ঘন্টা বাজবে না। মুজাহিদ বলেন, তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)'র কবর থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি সরাতো আর (তখনই) বৃষ্টি হতো। **(উসদুল গাবাহ্ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

এই রীতি এখনও সেখানে বিদ্যমান, কিন্তু এটি কতটুকু সঠিক তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) পঞ্চাশ বা একান্ন মতান্তরে বাহান্ন হিজরী সনে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী শেষ কথায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ তিনি বাহান্ন হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। **(আল্ ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, ২০১, হযরত খালেদ বিন যায়েদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র সমাধি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত। সমাধিটি উঁচু প্রাঙ্গনে অবস্থিত; যা একটি পিতল নির্মিত জালি-দরজা দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তুরস্কের অধিকাংশ মানুষ আত্মার প্রশান্তির জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। **(আরসালান বিন আখতার রচিত তাবার্‌রুকাতে সাহাবাহ্ কা তসভীরী এলবাম, পৃঃ ৩৫-৫০, করাচীর আরসালান ছাপাখানা থেকে ২০১১ সালে প্রকাশিত)**

বদরী সাহাবীদের এই স্মৃতিচারণ এখানেই সমাপ্ত হল, কিন্তু চার-খলীফার বৃত্তান্ত তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ্। ইতিপূর্বে তাদের কারো কারো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছিল, এবার বিস্তারিত বর্ণনা করব। একইভাবে প্রথমদিকে কতিপয় সাহাবীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল; যদি তাদের বিষয়ে আরও কোন তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে তাও বর্ণনা করব। যখন এগুলো সব সংকলন করা হবে, তখন এগুলো সেই সাহাবীদের জীবনীর সংশ্লিষ্ট অংশে যুক্ত হয়ে যাবে; আর এমন হয়ত গুটিকতক সাহাবী-ই হবেন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই, যারা সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন; আর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথমজন হলেন, ভারতের মুয়াল্লিম সিলসিলাহ্ মোকাররম আব্দুল হাই মণ্ডল সাহেব; তিনি গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম ১৯৯৯ সালে গবেষণার পর জামা'তে যোগদান করেন। ২০০৩ সালে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর আমৃত্যু অত্যন্ত নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সাথে জামা'তের সেবা করতে থাকেন; এদিক থেকে মরহুম মোট ১৭ বছর জামা'তের সেবা করেছেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, আনুগত্যশীল, নামাযের প্রতি একনিষ্ঠ এবং জামা'তের প্রতি অনুরক্ত একজন মুয়াল্লিম ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি সহধর্মিণী ছাড়াও দুই পুত্র ও দু'জন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার স্ত্রী-সন্তানদেরও আন্তরিক প্রশান্তি দান করুন।

পরবর্তী জানাযা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মুয়াল্লিম সিলসিলাহ্ মোকাররম সিরাজুল ইসলাম সাহেবের। তিনি ঐশী তক্বদীর অনুসারে গত ১৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে ষাট বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম মুয়াল্লিম সাহেব ২০০২ সালে কাদিয়ানের জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে ছয় মাসের মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নেন এবং ২০২০ পর্যন্ত খণ্ডকালীন মুয়াল্লিম হিসেবে সেবা করতে থাকেন; এই হিসাব অনুসারে মরহুম মুয়াল্লিম সাহেবের সেবাদানকাল ১৮ বছর হয়েছে। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, আনুগত্যশীল, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, জামা'তের প্রতি অনুরক্ত, পরিশ্রমী মুয়াল্লিম ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুম তার সহধর্মিণী ছাড়াও তিনজন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। বড় দু'কন্যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তৃতীয় কন্যা অধ্যয়নরত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার নিকটজনদেরও ধৈর্য দান করুন ও তার পুণ্যসমূহ চলমান রাখার সৌভাগ্য দিন।

তৃতীয় জানাযা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্র ও হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্র এবং হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা ও হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র মোকাররম শাহেদ আহমদ খান পাশা সাহেবের। তিনি গত ২৬ অক্টোবর, ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। মোকাররম শাহেদ আহমদ খান সাহেব দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথম বিয়ে ১৯৬২ সালে মোকাররমা আমাতুশ্ শাকুর সাহেবার সাথে হয়েছিল, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র কন্যা ছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র অসুস্থতার কারণে মওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব সেই বিয়ে পড়িয়েছিলেন। প্রথম পক্ষে তার পাঁচজন সন্তান রয়েছে– দু'জন পুত্র এবং তিনজন কন্যা। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯৭৭ সালে মরহুম সাঈদ আহমদ সাহেবের কন্যা সামিনা সাঈদ সাহেবাকে, যার ঘরে তার এক পুত্র রয়েছে, যিনি বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করেন।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামা'তের কোন কাজের তার সুযোগ হয় নি, কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র সাথে বহির্বিশ্বের কোন কোন দেশের সফরে তার যাওয়ার সৌভাগ্য হয় এবং সেখানে সেবা করার সুযোগ হয়। তার সহধর্মিণী লিখেছেন, তার একটি উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল তিনি দরিদ্রদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; অনেক দরিদ্র ব্যক্তির ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন, এমনকি একটি বাড়িও বানিয়ে দিয়েছিলেন; আর নিয়মিত দরিদ্রদের

সাহায্য করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন; তার সন্তানদেরও জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবর্তী জানাযা যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড নিবাসী মুকাররম সৈয়্যদ মাসঊদ আহমদ শাহ্ সাহেবের। গত ৮ সেপ্টেম্বর, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার পিতা সৈয়্যদ নাযেম হোসেন সাহেব (রা.)'র মাধ্যমে, যিনি ১৯০২ সালে ২০ বছর বয়সে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। সৈয়্যদ মাসঊদ আহমদ শাহ্ সাহেব ১৯৬২ সালে যুক্তরাজ্যে আসার পর স্থায়ীভাবে শেফিল্ডে বসবাস আরম্ভ করেন। শেফিল্ডে জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর তার আবাসগৃহেই প্রথম নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয় আর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনিই জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অতঃপর ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুম প্রসন্নচিত্ত, অতিথিপরায়ণ, অত্যন্ত ভদ্র, সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ, গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং একজন নেক-নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে সীমাহীন বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার মেয়ে ডাক্তার আয়েশা সাহেবা বলেন, আমাদেরকে জামা'ত আর বিশেষভাবে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন আর প্রত্যেক ৬ মাস পরপর যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের কন্যা এবং স্ত্রীকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিন। শাহ্ সাহেবের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের একমাত্র কন্যা ও স্ত্রীকে তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সামর্থ্য দিন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ ডিসেম্বর, ২০২০, পৃঃ ৫-১০)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)